দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 13 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

৩৮ চিত্র

রহস্যঘেরা কওমী শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ স্বীকৃতির আগে পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী করা দরকার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ রহস্যঘেরা কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। জোট সরকারের আমলে ভোটের রাজনীতি হিসেবে কওমী মাদ্রাসার সনদ স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়া হলেও সেটি এখনও আলোর মুখ দেখতে পারেনি। বরং পশ্চাৎপদ ও বিতর্কিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম আধুনিকায়ন না করে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি নতুন করে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতির বিষয়টি কার্যকর করার আগে এর কারিকুলাম আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

এদিকে বিভিন্ন নামে বেসরকারীভাবে করা বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মধ্যে ইত্তেহাদ (চট্টগ্রাম), আজাদী দ্বীনী এদারা (সিলেট) এবং তানযীমুল মাদারিস (উত্তরবঙ্গ) বোর্ডের সমন্বয়ে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ফেডারেশন বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছে বুধবার। জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে এই ফেডারেশনের ঘোষণা দেয় বোর্ডসমূহের নেতারা। তবে এই ফেডারেশনে নেই কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিস ঢাকা।

উপমহাদেশের আরবী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯৩০ সাল থেকে কওমী মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ৯০ শতাংশ। বাকি দশ শতাংশ বাংলা, ইংরেজী ও অঙ্ক পড়ানো হয়। দেশে বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা কত, তার কোন সঠিক হিসেব নেই। অবশ্য কওমী মাদ্রাসার লোকজনের হিসেবে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা আনুমানিক পনেরো হাজার হবে বলে জানানো হয়েছে। যার

ছাত্রদের বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদের প্রমাণ মিলেছে

ছাত্র সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লাখ। তাদের ভাষায় এই পনেরো হাজারের বাইরে মকতব রয়েছে লাখ লাখ। সাহায্য ও দান খয়রাতের ওপর চলে এসব মাদ্রাসা। মূল ধারার শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক পশ্চাৎপদ। জঙ্গীবাদ থেকে শুরু নানা বিতর্ক রয়েছে কওমী মাদ্রাসা নিয়ে। বহুল আলোচিত ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার সঙ্গে বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। এসব অভিযোগের মধ্যেই কওমী মাদ্রাসার কারিকুলামকে

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

রহস্যঘেরা কওমী (১২-এর পাতার পর)

আধুনিকায়ন না করে কোন রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই ভোট রাজনীতির হিসেবে ২০০৬ সালের আগস্টে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া (বর্তমানে কারাবন্দী) কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। এতে কওমী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে এমএ (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী সাহিত্য) সমমান করার কথা বলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় একই বছরের ২০ ডিসেম্বর কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ নামে একটি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। সর্বশেষ জানুয়ারি মাসে এ নিয়ে একটি বৈঠক হলেও এখন কার্যত এটি অন্ধকারেই রয়ে গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বয়ং সরকারের এক কর্মকর্তা বলেছেন, কারিকুলাম আধুনিকায়ন না করে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতি ক্ষতির কারণ হবে।